বিশেষ ক্রোড়পত্র

২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ খ্রি.

পুলিশ সপ্তাহ ২০২৪

বাংলাদেশ পুলিশ

স্মার্ট পুলিশ, স্মার্ট দেশ ♦ শান্তি প্রগতির বাংলাদেশ

বাণী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।

১৪ ফাল্গুন ১৪৩০
২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৪খ্রি.

পুলিশ সপ্তাহ ২০২৪ উপলক্ষ্যে আমি বাংলাদেশ পুলিশের সকল সদস্যকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে সাড়া দিয়ে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কালরাতে রাজারবাগে সামান্য 'থ্রি-নট-থ্রি' রাইফেল দিয়ে আধুনিক সমরাস্ত্রে সজ্জিত পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন পুলিশ। মহান মুক্তিযুদ্ধে শহিদ বীর পুলিশ সদস্যদের প্রতি আমি গভীর শ্রদ্ধা জানাই।

পেশাদারিত্বের সাথে দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে বাংলাদেশ পুলিশ জনগণের জানমালের নিরাপত্তা বিধান ও দেশের আইন-শৃঙ্খলা সমুন্নত রাখতে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এছাড়া দেশে নির্বাচনকালীন আইন-শৃঙ্খলা স্বাভাবিক রাখার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পুলিশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলায় বাংলাদেশ এখন বিশ্বে একটি প্রশংসনীয় নাম। বর্তমান বিশ্বে প্রযুক্তির দ্রুত বিকাশ ঘটছে। পরিবর্তন ঘটছে অপরাধের ধরন ও প্রকৃতিতেও। অপরাধীরা বিভিন্ন ধরনের প্রযুক্তি ব্যবহার করে নতুন নতুন অপরাধ ঘটাচ্ছে। ক্রমবর্ধমান সাইবার অপরাধ নির্ণয় ও দমনে বাংলাদেশ পুলিশের তথ্যপ্রযুক্তিগত সক্ষমতা বাড়াতে হবে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, বিগ ডাটা অ্যানালাইসিস ইত্যাদি প্রযুক্তি ব্যবহারে উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে।

বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ পুলিশকে 'জনগণের পুলিশ' হওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন। আমি আশা করি, বঙ্গবন্ধুর নির্দেশিত পথ ধরে 'জনগণের পুলিশ' হওয়ার লক্ষ্যে প্রত্যেক পুলিশ সদস্য বিপদে-আপদে জনগণের পাশে থাকবেন। পুলিশের সহায়তা চেয়ে কোথাও কোনো নিরপরাধ মানুষ যেন অযথা হয়রানি বা অবহেলার শিকার না হয় এ বিষয়ে আপনারা আরো তৎপর হবেন।

সততা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে বাংলাদেশকে একটি সুখী, সমৃদ্ধ, নিরাপদ দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে বাংলাদেশ পুলিশ সদা সচেষ্ট থাকবে-এটাই সকলের প্রত্যাশা।

আমি 'পুলিশ সপ্তাহ ২০২৪' এর সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা।
খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ সাহাবুদ্দিন

বাণী

মন্ত্রী
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পুলিশ সপ্তাহ ২০২৪ উপলক্ষে বাংলাদেশ পুলিশের প্রতিটি সদস্যকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

পুলিশ সপ্তাহের এই আনন্দঘন মুহূর্তে আমি গভীর শ্রদ্ধা এবং কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। বাঙালি জাতির মুক্তির এই মহানায়কের আহ্বানে সাড়া দিয়ে একাত্তরের পঁচিশে মার্চ স্বাধীনতার স্বপক্ষে প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলে রাজারবাগ। এই গৌরবময় ইতিহাসের উত্তরাধিকার আজকের বাংলাদেশ পুলিশ। সেই অসম সাহসী পুলিশ সদস্যদের আমি গভীর শ্রদ্ধা এবং আন্তরিকতার সাথে স্মরণ করছি।

২০০৯ সালে বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর থেকে অভূতপূর্ব উন্নতি এবং উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে বাংলাদেশ পুলিশের। তাদের ঐতিহ্যগত সাহসিকতা এবং পেশাদারিত্বের সাথে যুক্ত হয়েছে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা, বাজেট, দূরদৃষ্টি এবং উপযুক্ত প্রশিক্ষণ। এই মিলিত প্রয়াসের ফলে বাংলাদেশ পুলিশের সন্ত্রাসবাদ, জঙ্গিবাদ বিরোধী লড়াই, আগুন সন্ত্রাসীদের মোকাবিলা করা, মহামারির সময় জনগণের পাশে দাঁড়ানো আজ গণমুখী পুলিশিংয়ের উজ্জ্বল উদাহরণ।

সময় এখন আধুনিকতার, সময় অগ্রগতির, সময় চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের। এই সময়ে অগ্রগতি আর প্রগতির বাইপ্রোডাক্ট হিসেবে জন্ম নিয়েছে নতুন নতুন ধরনের অপরাধের এবং অপরাধীর। এই হাই-টেক অপরাধীদের সাথে পাল্লা দিতে স্মার্ট বাংলাদেশের পুলিশকেও হতে হবে স্মার্ট। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনাসহ অন্যান্য নিয়মিত কার্যক্রমের পাশাপাশি যুগের সাথে তাল মিলিয়ে পেশাগত উৎকর্ষতার সর্বোচ্চ শিখরে পৌছাবে বাংলাদেশ পুলিশ–এই আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

আমি পুলিশ সপ্তাহ ২০২৪ উপলক্ষে গৃহীত সকল আয়োজনের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

আসাদুজ্জামান খান, এমপি

বাণী

ইন্সপেক্টর জেনারেল
বাংলাদেশ পুলিশ

'স্মার্ট পুলিশ, স্মার্ট দেশ/শান্তি প্রগতির বাংলাদেশ'-এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে পুলিশ সপ্তাহ ২০২৪ উদ্‌যাপনের এ আনন্দঘন মুহূর্তে বাংলাদেশ পুলিশের প্রতিটি সদস্য এবং দেশের সর্বস্তরের নাগরিকদের জানাই প্রাণঢালা শুভেচ্ছা ও আন্তরিক অভিনন্দন।

পুলিশ সপ্তাহের এ আনন্দ আয়োজনের শুরুতেই আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি বাংলাদেশ মহাকাব্যের মহানায়ক, স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে যাঁর নেতৃত্বে আমরা পেয়েছি অখণ্ড মানচিত্র, একটি পতাকা, আত্মপরিচয়ের ঠিকানা-বাংলাদেশ। ১৯৭৫ এর ১৫ আগস্ট কালরাতে শহিদ বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব ও বঙ্গবন্ধুর পরিবারের সদস্যসহ শহিদ সকলকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি।

মহান মুক্তিযুদ্ধে পুলিশের বীরোচিত ভূমিকা জাতি কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করে। বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে সাড়া দিয়ে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও শুধু থ্রি-নট-থ্রি রাইফেল নিয়ে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল দেশপ্রেমিক পুলিশ সদস্যরা। পূর্বসূরিদের বীরত্ব ও ঐতিহ্যকে ধারণ করে বাংলাদেশ পুলিশের অকুতোভয় সদস্যরা দেশের যেকোনো সংকটে-সংঘাতে নিজের জীবন উৎসর্গ করতে কখনো কুণ্ঠাবোধ করেনি। জননিরাপত্তা নিশ্চিতে পেশাদারিত্বের সাথে আইনি দায়িত্ব পালনে পুলিশের প্রতিটি সদস্য অঙ্গীকারবদ্ধ। দেশ ও মানুষের কল্যাণে জীবন উৎসর্গকারী প্রতিটি পুলিশ সদস্যের আত্মত্যাগকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি।

সম্প্রতি ২০২৪ সালের ৭ জানুয়ারি দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় বাংলাদেশ পুলিশের পেশাদারিত্ব, কর্মকুশলতা ও দক্ষতা দেশের গন্ডি পেরিয়ে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলেও অকুণ্ঠ প্রশংসা কুড়িয়েছে। শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন সম্পন্ন করতে পুলিশের সদস্যরা অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছে। এ গৌরবময় সফলতা আগামী দিনগুলোতেও দেশের জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার পুলিশ সদস্যদেরকে নিঃসন্দেহে অনুপ্রেরণা জোগাবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাঁর রাষ্ট্রনায়কোচিত ও প্রাজ্ঞ নেতৃত্বের মাধ্যমে বাংলাদেশকে একটি উন্নত ও মর্যাদাশীল দেশে পরিণত করতে নিরন্তর কাজ করছেন। তাঁর সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনায় দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন আর অগ্রযাত্রা আজ আর স্বপ্ন নয়, বাস্তব। ডিজিটাল বাংলাদেশ হতে স্মার্ট বাংলাদেশের অভিযাত্রায় স্মার্ট পুলিশিং আজ প্রাসঙ্গিক এবং অনিবার্য। স্মার্ট বাংলাদেশের স্মার্ট পুলিশ হবার পথে পুলিশ সদস্যরা আরো আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করবেন-এটা আমাদের অঙ্গীকার। পাশাপাশি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলতে চাই, স্বল্প সময়ে জনগণকে কাঙ্ক্ষিত সেবাপ্রদান, সেবা সহজীকরণ এবং স্মার্ট পুলিশিংয়ের মাধ্যমে উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ পুলিশ হবে অন্যতম সারথী।

বর্তমান সরকারের আন্তরিক ঔদার্যে বাংলাদেশ পুলিশের আধুনিকায়ন হচ্ছে, প্রযুক্তিগত সক্ষমতা বাড়ছে। আমি প্রত্যাশা করি, এ যৌক্তিক পরিবর্তনের মাধ্যমে বাংলাদেশ পুলিশ জাতির পিতার প্রত্যাশিত 'জনগণের পুলিশ' হয়ে সেবা প্রদানের মাধ্যমে জন-আস্থা অর্জনে সচেষ্ট থাকবে। সেই সাথে দেশে স্থিতিশীল আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় ও অপরাধ নিয়ন্ত্রণে সম্মানিত নাগরিকবৃন্দ আমাদের পাশে থাকবেন- এ প্রত্যাশা করি।

পুলিশ সপ্তাহ ২০২৪ এর সকল আয়োজনের সাফল্য ও সার্থকতা কামনা করি।

জয় বাংলা।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন, বিপিএম(বার), পিপিএম

জনপ্রত্যাশা পূরণে স্মার্ট পুলিশ

মোহাম্মদ আলী মিয়া বিপিএম পিপিএম
অ্যাডিশনাল আইজিপি, সিআইডি, বাংলাদেশ পুলিশ

স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, আপামর জনসাধারণের অবিসংবাদিত নেতা, কালোত্তীর্ণ মহাপুরুষ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে সাড়া দিয়ে সর্বস্তরের মানুষ দীর্ঘ ৯ মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে বিজয় অর্জন করেছেন; ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ এ বিশ্ব মানচিত্রে ঠাঁই পায় লাল সবুজের বাংলাদেশ। যার অংশীদার বাংলাদেশ পুলিশের প্রতিটি সদস্য ও পরিবার। মুক্তিযুদ্ধের প্রথম প্রহরে বর্বর হানাদার বাহিনীর নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় রাজারবাগের অকুতোভয় পুলিশ সদস্যগণ। প্রতিটি পুলিশ ইউনিটের অসংখ্য পুলিশ সদস্য জীবন বাজি রেখে দেশকে শত্রুমুক্ত করার জন্য সাধারণ মানুষের সাথে মহান মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। স্বাধীনতার প্রথম প্রতিরোধ যুদ্ধে শহীদ হন পুলিশ বাহিনীর হাজারো বীর মুক্তিযোদ্ধা।

স্বাধীন বাংলাদেশে মহান নেতা বঙ্গবন্ধুর সুদৃঢ় ও বিচক্ষণ নেতৃত্বে বাংলাদেশ পুলিশ পুনর্গঠিত হয়। ১৯৭৫ সালে রাজারবাগে প্রথম পুলিশ সপ্তাহে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মরণ করিয়ে দেন পুলিশের দায়িত্ব ও কর্তব্য। তিনি বলেন, 'একটা কথা আপনাদের ভুললে চলবে না, আপনারা স্বাধীন দেশের পুলিশ। আপনারা বিদেশি শোষকদের পুলিশ নন, জনগণের পুলিশ। আপনাদের কর্তব্য জনগণের সেবা করা, জনগণকে ভালোবাসা, দুর্দিনে জনগণকে সাহায্য করা। আপনাদের নিকট বাংলাদেশের মানুষ এখন একটা জিনিস চায়, তারা যেন শান্তিতে ঘুমাতে পারে। তারা আশা করে চোর, বদমাইশ, গুণ্ডা, দুর্নীতিবাজ যেন তাদের ওপর অত্যাচার করতে না পারে। আপনাদের কর্তব্য অনেক'। জাতির পিতার সেই অমীয় বাণীর নির্দেশনা বুকে ধারণ করে পুলিশ সদস্যগণ দেশমাতৃকার সেবায় নিয়োজিত রয়েছেন। বর্তমানে তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ ও দূরদর্শী নেতৃত্বে বাংলাদেশ পুলিশের প্রতিটি ইউনিট স্বীয় দায়িত্ব পালন করে চলেছে।

পুলিশ দরদি প্রধানমন্ত্রীর সরকার কর্তব্যরত অবস্থায় নিহত বা আহত হওয়ার কারণে পুলিশ সদস্যদের প্রদেয় অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করেছেন। পুলিশ সদস্যদের জন্য ঢাকায় ইতোমধ্যে একটি উন্নত, আধুনিক ও স্বয়ংসম্পূর্ণ কেন্দ্রীয় পুলিশ হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বিভাগীয় পর্যায়ে বৃহত্তর পরিসরে পুলিশ হাসপাতাল এবং জেলা পর্যায়েও পুলিশ হাসপাতাল স্থাপন করা হয়েছে। গৃহনির্মাণ ঋণ প্রক্রিয়া সহজ করতে অনলাইন ভিত্তিক করা হয়েছে। ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় পুলিশ কল্যাণ ট্রাস্টের আওতায় পুলিশ সদস্যদের কল্যাণার্থে বিভিন্ন ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। পুলিশ সদস্যদের সন্তানদের লেখাপড়ার জন্য দেশের প্রত্যেক জেলায় পুলিশ লাইন্‌সে উন্নত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়েছে। লেখাপড়ায় উৎসাহ দানের জন্য প্রতি বছর পুলিশ পরিবারের কৃতী সন্তানদের মেধাবৃত্তি প্রদান করা হয়ে থাকে।

➢ বাংলাদেশ পুলিশের পথচলা

মহান স্বাধীনতা অর্জনের পরপরই আধুনিক ও উন্নত নাগরিক সেবা প্রদানের লক্ষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশ পুলিশের গঠন, সংস্কার ও আধুনিকায়নে বহুবিধ নীতিমালা প্রণয়ন এবং কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। বর্তমান আধুনিক পুলিশ তাঁরই দূরদর্শীতার ফসল। পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স বাংলাদেশ পুলিশের কেন্দ্রীয় কার্যালয়। ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ, বাংলাদেশ এর নেতৃত্ব ও তত্ত্বাবধানে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স বাহিনীর গঠন, পরিচালনা ও সার্বিক বিষয়ে নীতিনির্ধারণী ভূমিকা পালন ও সরকারের সাথে সেতুবন্ধ হিসেবে কাজ করে থাকে। জনগণের সঙ্গে সরাসরি সংযোগের জন্য পুলিশ হেডকোয়ার্টারে ২৪ ঘণ্টা চালু রয়েছে IGP's Complain Cell. সময়ের চাহিদার আলোকে অন্যতম ব্যস্ত ও জনবহুল মেট্রোপলিটন সিটি ঢাকায় প্রথম ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের কার্যক্রম শুরু হয়। পরবর্তীতে মেট্রোপলিটন পুলিশিংয়ের কার্যক্রম পর্যায়ক্রমে বাংলাদেশের বৃহৎ শহর চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, রংপুর এবং গাজীপুরে বিস্তৃত হয়। পুলিশ রেঞ্জসমুহের নিয়ন্ত্রণে জেলা পুলিশ মূল পুলিশি দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, রংপুর ও ময়মনসিংহ এই আটটি রেঞ্জের অধীনে ৬৪ জেলায় জেলা এসপির নেতৃত্বে জেলা পুলিশ তাদের কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। জেলা পুলিশ ইউনিটসমূহ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে জনগণের জানমালের নিরাপত্তা বিধান ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার পাশাপাশি জঙ্গি, সন্ত্রাস ও মাদক দমনে নিরলসভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। জাতীয় স্বার্থ ও নিরাপত্তা রক্ষায় বঙ্গবন্ধুর দিকনির্দেশনায় পুনর্গঠিত স্পেশাল ব্রাঞ্চ (এসবি) আরো আধুনিক ও বৃহত্তর পরিসরে তাদের কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। দেশের গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাসমূহের নিরাপত্তা, ইমিগ্রেশন এবং ভিভিআইপি প্রটেকশনের দায়িত্ব দক্ষতার সাথে পালন করে যাচ্ছে এসবি। রেলওয়ে পুলিশ বাংলাদেশ পুলিশের একটি প্রাচীন ইউনিট। রেলপথ, রেলস্টেশন এবং যাত্রীদের নিরাপত্তা বিধানে রেলওয়ে পুলিশ দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করছে। ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ শিল্পাঞ্চল এলাকায় শ্রমিক-মালিক দ্বন্দ্ব নিরসন, শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা তথা শিল্পাঞ্চলে শিল্পবান্ধব পরিবেশ বজায় রাখতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। হাইওয়ে পুলিশ সড়কপথে নিরাপত্তা প্রদান, সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাস করাসহ সড়কপথে শৃঙ্খলা আনয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। দেশের নৌপথ, নৌবন্দর, নৌযানসমূহে সার্বিক নিরাপত্তা, অপরাধ দমন ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে নৌ-পুলিশ নিরলসভাবে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। দেশের পর্যটন এলাকাসমূহে পর্যটকদের নিরাপত্তা এবং অপরাধ প্রতিরোধ ও দমন করতে ট্যুরিস্ট পুলিশ বিভিন্ন কৌশলগত, সৃজনশীল ও আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন পুলিশি কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে। প্রযুক্তি ও সময়ের অগ্রগতির ধারাবাহিকতায় অপরাধের প্রকৃতি, অপরাধ প্রক্রিয়া দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। ফলে পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন গঠনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। পিবিআই ক্লুলেস ও চাঞ্চল্যকর মামলার রহস্য উদ্‌ঘাটনসহ গুরুত্বপূর্ণ মামলার তদন্ত দক্ষতা ও পেশাদারিত্ব'র সাথে সম্পন্ন করে গণমানুষের আস্থা অর্জন করেছে। বিশেষায়িত ইউনিট ATU জঙ্গি ও সন্ত্রাস সম্পর্কিত গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ এবং সন্ত্রাস ও জঙ্গি কার্যক্রম প্রতিরোধ ও দমনে সফলতার সাথে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নের (এপিবিএন) ১৫টি ব্যাটালিয়ন আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বিমানবন্দরসমূহে এবং রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্পে তাদের নিরাপত্তামূলক কার্যক্রম প্রশংসার দাবিদার।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে কক্সবাজারে আশ্রয় নেওয়া রোহিঙ্গা শরণার্থীদের মধ্যে আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে এপিবিএন সদা তৎপর রয়েছে। ভিভিআইপি প্রোটেকশন এবং KPI (Key Point Installation) সুরক্ষায় এসপিবিএনের দুটি ইউনিট সুনাম ও দক্ষতার সাথে তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করে আসছে। র‍্যাব সন্ত্রাস নির্মূলে এবং অবৈধ অস্ত্র, গোলাবারুদ উদ্ধার, জঙ্গি ও সন্ত্রাসী গ্রেফতার করে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। কার্যক্রম পরিচালনার জন্য র‍্যাবের রয়েছে ১৫টি ব্যাটালিয়ন ও দুটি হেলিকপ্টার। ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার স্থাপন ও শিশুদের জন্য শিশু পুলিশ কর্মকর্তা নিয়োগ করে বাংলাদেশ পুলিশ নারী ও শিশুবান্ধব পুলিশি ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশ পুলিশের পেশাদারত্ব, দক্ষতা ও গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা বৈশ্বিক পরিগুলে দেশের সম্মানকে উজ্জ্বল করেছে। ২০১৭ সালে পুলিশ টেলিকমের অধীনে টোল ফ্রি জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯ চালু হয়। এর মাধ্যমে যে কোনো নাগরিক তাৎক্ষণিক পুলিশি সেবা, অ্যাম্বুলেন্স ও অগ্নি নির্বাপণ সেবা লাভ করতে পারেন। পুলিশ টেলিকম সারাদেশে পুলিশের মধ্যে তাৎক্ষণিক ও দ্রুত যোগাযোগ রক্ষায় কাজ করে আসছে। রাজধানীকে যানজটমুক্ত ও নাগরিকদের স্বল্প সময়ে যাতায়াতের সুবিধার্থে মেট্রোরেল চালু হয়েছে- যা ইতোমধ্যে সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় মেট্রোরেল ও যাত্রীদের নিরাপত্তা প্রদানে গঠিত হয়েছে MRT (Mass Rapid Transit) পুলিশ। তারা মেট্রোরেল ও যাত্রীদের নিরাপত্তা সেবা প্রদান করছেন। দেশের প্রত্যন্ত, দুর্গম অঞ্চলে এবং বিশেষ পরিস্থিতিতে দ্রুত অপরাধ প্রতিরোধ ও দমনে বাংলাদেশ পুলিশ এভিয়েশন নামে একটি নতুন ইউনিট সৃষ্টি হয়েছে। এই ইউনিটে দুটি হেলিকপ্টার ও দক্ষ জনবল রয়েছে।

মহান স্বাধীনতার পর হতে এযাবৎকাল পর্যন্ত সকল স্পর্শকাতর মামলা তদন্তের ক্ষেত্রে সিআইডি মুখ্য ভূমিকা পালন করে সাফল্যের শিখরে আরোহন করেছে। মামলাসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে-১৯৭৫ সালে ১৫ আগস্টের নারকীয় হত্যাকাণ্ড যা স্বপরিবারে বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলা নামে পরিচিত। কারাগারের অভ্যন্তরে জাতীয় চার নেতা হত্যা মামলা, দশ ট্রাক অস্ত্র মামলা, জননেত্রী ও বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে হত্যার উদ্দেশ্যে ২১ আগস্ট ২০০৪ সালে বীভৎস গ্রেনেড হামলা সংক্রান্তে মামলা, সাবেক অর্থমন্ত্রী শাহ এ এম এস কিবরিয়া হত্যা মামলা, গাজীপুরের সাবেক সংসদ সদস্য আহসান উল্লাহ মাস্টার হত্যা মামলা, ব্রিটিশ হাই কমিশনারের উপর বোমা হামলা মামলা, তৎকালীন পিলখানায় নারকীয় বিডিআর হত্যা মামলা, রমনা বটমূলে বোমা বিস্ফোরণ মামলার মতো আরও বহু স্পর্শকাতর মামলাসমূহ দক্ষতার সাথে তদন্ত সম্পন্ন করে অপরাধীর শাস্তি নিশ্চিত করেছে সিআইডি।

সিআইডিই প্রথম Ransomware Virus Attack-এর দ্বারা বিদেশি নাগরিকদের নিকট হতে প্রতারণার মাধ্যমে প্রায় ২ লাখ ২৫ হাজার ডলার আত্মসাৎকারীকে শনাক্ত ও গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়। ফাইন্যান্সিয়াল ইউনিট কর্তৃক অপ্রত্যাবাসিত প্রায় ১০ কোটি মার্কিন ডলার দেশে ফেরত আনার সাফল্য দেখিয়েছে সিআইডি। বাংলাদেশ ব্যাংক রিজার্ভ চুরির মামলায় হ্যাকিং-এর মাধ্যমে চুরি হওয়া ১০১ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের মধ্যে ফিলিপাইন ও শ্রীলংকা হতে ৩৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ইতোমধ্যে ফেরত আনা হয়েছে। সিআইডিই প্রথম মাদকের গডফাদারদের শনাক্ত এবং আইনের আওতায় নিয়ে আসার এক নতুন ডাইমেনশন প্রতিষ্ঠা করেছে। ইতোমধ্যে মাদকের গডফাদারদের প্রায় ১০২ কোটি ১৯ লাখ ৬৫ হাজার টাকার সমপরিমাণ অর্থ এবং স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি বিজ্ঞ আদালতের নির্দেশে ক্রোক করা হয়েছে। সিআইডি কেবল মানিলন্ডারিং এর মামলাই নয়, অপরাধীদের লন্ডারকৃত অর্থ উদ্ধারপূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করার ব্যাপারে বদ্ধ পরিকর। ইতোমধ্যে লন্ডারকৃত প্রায় ৮০০ কোটি টাকা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ এবং ২১৮ একর জমি, ১৮টি বাড়ি এবং ৫টি ফ্লাট ক্রোক করা হয়েছে, যার বাজার মূল্য প্রায় ৮৪০ কোটি টাকা। আন্তর্জাতিকভাবে আলোচিত লিবিয়ায় মানব পাচারের ঘটনায় রুজুকৃত ২৬টি মামলা তদন্ত ও ১৫৩ জনকে গ্রেফতার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসকারী চক্র শনাক্ত ও আইনের আওতায় আনার মাধ্যমে প্রশ্নপত্র ফাঁসকারীদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করে পরবর্তীতে মেডিকেল কলেজে ভর্তি প্রশ্নপত্র ফাঁস চক্রের সাথে জড়িত ১৮ জন ডাক্তারসহ মোট ৪০ জনকে গ্রেফতার করে আইনের আওতায় নিয়ে এসেছে সিআইডি। বহুল আলোচিত পানামা এন্ড পেরাডাইস পেপারস দুর্নীতি মামলাও তদন্ত করেছে সিআইডি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্ব ও নির্দেশনায় বাংলাদেশ পুলিশের কার্যক্রম ও সেবা দিন দিন বিস্তৃত হচ্ছে।

➢ তথ্য-প্রযুক্তি সমৃদ্ধ স্মার্ট পুলিশ

পুলিশকে আধুনিক প্রযুক্তিজ্ঞানে সমৃদ্ধ করে গড়ে তোলার বিকল্প নেই। পুলিশের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এ বাহিনীর জনবল, ভৌত অবকাঠামো, লজিস্টিকস ও যানবাহন, আধুনিক প্রশিক্ষণ সুবিধা বৃদ্ধিসহ পুলিশ সদস্যদের কল্যাণে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণে বর্তমান সরকার সব সময়ই আন্তরিক। ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের পর সরকার এবার রূপকল্প-২০৪১ এর আওতায় স্মার্ট বাংলাদেশ বাস্তবায়নের ঘোষণা দিয়েছেন। এর ভিত্তি হলো প্রধানত-স্মার্ট সিটিজেন, স্মার্ট ইকোনমি, স্মার্ট গভর্নমেন্ট ও স্মার্ট সোসাইটি। স্মার্ট গভর্নমেন্টের অন্যতম একটি ভিত্তি হলো-বিশ্বমানের স্মার্ট পুলিশ। আধুনিক, ডিজিটাল ও স্মার্ট পুলিশ বাহিনী হবে যথাযথ অর্থে জনবান্ধব ও জনহিতৈষী। স্মার্ট বাংলাদেশে এখন অনিবার্য এক বাস্তবতা। পরিবর্তিত এ প্রেক্ষাপটে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষা, অপরাধ দমন ও নিয়ন্ত্রণে স্মার্ট পুলিশ হবে একমাত্র নিয়ামক। সুতরাং স্মার্ট বাংলাদেশের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রস্তুতি গ্রহণের এখনই সময়।

➢ মানবসম্পদ উন্নয়নে বাংলাদেশ পুলিশ

পুলিশ বিভাগকে আরো দক্ষ ও চৌকস হিসেবে গড়ে তোলার প্রত্যয়ে দেশের ৩০টি জেলায় ইন সার্ভিস ট্রেনিং সেন্টার চালু করা হয়েছে। ১৯১২ সালে প্রতিষ্ঠিত দেশের প্রাচীন ও ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমি ও স্বাধীনতা পরবর্তীকালে প্রতিষ্ঠিত চারটি পুলিশ ট্রেনিং সেন্টার পুলিশ সদস্যদের দক্ষ ও সক্ষম করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে যাচ্ছে। ২০০০ সালে ঢাকাস্থ মিরপুরে প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন পুলিশ স্টাফ কলেজে দেশ-বিদেশের অসংখ্য পুলিশ কর্মকর্তা আধুনিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছেন। এ ছাড়া সিআইডির ডিটেকটিভ ট্রেনিং স্কুল (ডিটিএস), ফরেনসিক ট্রেনিং ইন্সটিটিউট (এফটিআই), সাইবার ট্রেনিং পুলিশ সেন্টার (সিটিসি), ট্রাফিক এবং ড্রাইভিং স্কুল (টিডিএস), বেতবুনিয়ায় পুলিশ স্পেশাল ট্রেনিং স্কুল (পিএসটিএস) এবং এসবি ট্রেনিং স্কুল-এ পুলিশ সদস্যদের বিশেষ দক্ষতা উন্নয়নে নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে।

পেশাদারিত্বের উৎকর্ষের জন্য উচ্চতর শিক্ষা ও বিশেষায়িত প্রশিক্ষণের বিকল্প নেই। পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষে বাংলাদেশ পুলিশের কর্মকর্তাগণ ইউরোপ-আমেরিকা-কানাডা-অস্ট্রেলিয়াসহ বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জনের জন্য সরকারি ও ব্যক্তিগত উদ্যোগে গমন করে থাকেন। কিন্তু এই সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল হওয়ার কারণে বাংলাদেশে পুলিশের জন্য জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর নামে বিশেষায়িত 'বঙ্গবন্ধু পুলিশ ম্যানেজমেন্ট ইউনিভার্সিটি (BPMU)' প্রতিষ্ঠা করা সময়ের দাবি।

ডিজিটাল বাংলাদেশকে ২০৪১ সালের মধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশে রূপান্তর করা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বপ্ন। একটি বিজ্ঞানভিত্তিক, বুদ্ধিদীপ্ত, টেকসই, সাশ্রয়ী, উদ্ভাবনী ক্ষমতাসম্পন্ন সমাজ গঠনই স্মার্ট বাংলাদেশের মূল লক্ষ্য। দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও নিশ্চিত করার মাধ্যমে বাংলাদেশ পুলিশ সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নে কারিগর হয়ে অবিরাম কাজ করে যাচ্ছে।

বাণী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৪ ফাল্গুন ১৪৩০
২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৪খ্রি.

পুলিশ সপ্তাহ ২০২৪ উপলক্ষে আমি বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীর সকল সদস্যকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। মহান মুক্তিযুদ্ধ ও অন্যান্য সময়ে দেশের জন্য আত্মোৎসর্গকারী পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি।

বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীর রয়েছে ছ গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে সাড়া দিয়ে ১৯৭১ সালের ২৫-এ মার্চ রাজারবাগ পুলিশ লাইন্স-এর সদস্যগণ পাক হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পুলিশ বাহিনীর প্রায় ১৪ হাজার বাঙালি পুলিশ সদস্য কর্মস্থল ত্যাগ করে সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। এদের মধ্যে ১ হাজার ১০০ জনেরও বেশি পুলিশ সদস্য শহিদ হন। দেশপ্রেম ও পেশাদারিত্বের পরীক্ষায় বার বার উত্তীর্ণ হয়েছে বাংলাদেশ পুলিশ। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট, সপরিবারে জাতির পিতাকে হত্যার সেই কালরাতে পুলিশের এএসআই সিদ্দিকুর রহমান ঘাতকদের বাধা দিতে গিয়ে বিনা দ্বিধায় নিজের জীবন উৎসর্গ করেন। দেশবিরোধী সাম্প্রদায়িক শক্তির আগুন-সন্ত্রাস মোকাবিলা ও জঙ্গিবাদ দমনসহ সবধরনের সন্ত্রাসবাদবিরোধী লড়াইয়ে জীবন উৎসর্গ করেছেন অনেক অকুতোভয় পুলিশ সদস্য। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে কর্তব্যরত অবস্থায় নিহত হয়েছেন অনেক পুলিশ সদস্য। কোভিড-১৯ অতিমারির সময়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পুলিশ বাহিনীর সদস্যগণ বিশ্বস্ত বন্ধুর মতো জনগণের পাশে দাঁড়িয়েছেন, যা অত্যন্ত প্রশংসনীয়।

স্বাধীনতার পর যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের পুনর্গঠনে অর্থাৎ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, জনগণের জান-মাল ও সম্পদের নিরাপত্তা বিধান এবং অপরাধ প্রতিরোধ ও দমনে জাতির পিতা যে বাহিনীর পুনর্গঠন ও উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন তা হলো বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনী। আওয়ামী লীগ সরকার যখনই সরকার গঠন করেছে তখনই জাতির পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে বাংলাদেশ পুলিশের উন্নয়ন ঘটিয়েছে। ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে আমরা পুলিশের বাজেট বৃদ্ধি, ঝুঁকিভাতা চালু, রেশন প্রাপ্তির হার দ্বিগুণ এবং প্রয়োজনীয় যানবাহনের ব্যবস্থা করি। ১৯৯৮ সালে আমরাই প্রথম পুলিশ সুপার পদে একজন নারী কর্মকর্তাকে নিয়োগ দিই। ৫ কোটি টাকা সিড মানি দিয়ে পুলিশ কল্যাণ ট্রাস্ট গঠন, পুলিশ স্টাফ কলেজ প্রতিষ্ঠা, পুলিশের জনবল বৃদ্ধি ও অবকাঠামো উন্নয়নসহ বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করি।

বিগত ১৫ বছরে আমরা ব্যাপক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছি। পদমর্যাদা বৃদ্ধি, নতুন পদ সৃষ্টি এবং বিভিন্ন স্তরে বিপুল সংখ্যক পদোন্নতি প্রদানসহ গ্রেড-১ ও গ্রেড-২ পদের সংখ্যাও বৃদ্ধি করা হয়েছে। আমরা পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই), শিল্প পুলিশ, ট্যুরিস্ট পুলিশ, এন্টি টেররিজম, কাউন্টার টেররিজম, নৌ পুলিশ, এমআরটি পুলিশ ও এসপিবিএনসহ অনেকগুলো নতুন বিশেষায়িত পুলিশ ইউনিট প্রতিষ্ঠা করেছি। রোহিঙ্গা ক্যাম্প ও পার্বত্য জেলাগুলোর নিরাপত্তা রক্ষায় কয়েকটি ব্যাটেলিয়ন গঠন করা হয়েছে। আমরা পুলিশ স্টাফ কলেজকে আন্তর্জাতিকমানের প্রতিষ্ঠানে উন্নীত করেছি। আমরা থানা, ফাঁড়ি তদন্ত কেন্দ্র, ব্যারাক, আবাসিক ভবন নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় জমি বরাদ্দ দিয়েছি। দশ তলা ভবন করে রাজারবাগ পুলিশ হাসপাতালকে আধুনিকায়ন করেছি। আমরা বিভাগীয় পর্যায়ে পুলিশ হাসপাতাল নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছি। পুলিশ বাহিনীর জন্য ডিএনএ ল্যাব, ফরেনসিক ল্যাব, অটোমেটেড ফিঙ্গার প্রিন্ট আইডেন্টিফিকিশেন (এফআইএস) ও আধুনিক রাসায়নিক পরীক্ষাগার স্থাপন করেছি। আকাশপথে সক্ষমতা বৃদ্ধিতে পুলিশের এয়ার উইং গঠন করা হয়েছে। জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯ জনগণের আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। আমাদের এ সকল সময়োচিত উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ফলে পুলিশ বাহিনী আজ একটি আধুনিক, যুগোপযোগী, দক্ষ, গতিশীল ও জনবান্ধব বাহিনীতে পরিণত হয়েছে।

সকল সময়ে জনগণের সেবা করাই প্রতিটি পুলিশ সদস্যের পবিত্র দায়িত্ব। আমার প্রত্যাশা, মানবীয় মূল্যবোধ সমুন্নত রেখে সততা, নিষ্ঠা, পেশাদারিত্ব, দক্ষতা, নিরপেক্ষতা, ত্যাগ, বীরত্ব ও দেশপ্রেমের সাথে পুলিশ সদস্যগণ তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করবেন।

আমরা বাংলাদেশকে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ, জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ তথা স্মার্ট বাংলাদেশে পরিণত করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছি। রূপকল্প-২০৪১ এর সেই স্মার্ট বাংলাদেশে পুলিশকেও হতে হবে আধুনিক, যুগোপযোগী এবং স্মার্ট। আমি আশা করি, বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনী সাফল্যের ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ন রেখে নতুন দিনের নতুন চ্যালেঞ্জ সাহসিকতার সাথে মোকাবিলা করতে সক্ষম হবে এবং পুলিশের গৌরব সমুন্নত রাখতে সদা সচেষ্ট থাকবে।

আমি পুলিশ সপ্তাহ ২০২৪-এর সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

বাণী

সিনিয়র সচিব
জননিরাপত্তা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বার্ষিক পুলিশ সপ্তাহ ২০২৪ আয়োজনের এ শুভ মুহূর্তে আমি বাংলাদেশ পুলিশের সকল সদস্যকে উষ্ণ অভিনন্দন ও আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

স্বাধীনতার মহান স্থপতি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতার আহ্বানে ঐক্যবদ্ধভাবে সাড়া দিয়েছিলেন তৎকালীন পুলিশের বাঙালি সদস্যগণ। তাঁরা ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কালরাতে রাজারবাগ পুলিশ লাইনসে পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তুলে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের সূচনা করেছিলেন। মুক্তিযুদ্ধে শহীদ পুলিশ সদস্যদের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।

একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় পুলিশের ভূমিকা অপরিহার্য। স্থিতিশীল আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে একটি দেশের সার্বিক উন্নয়ন। বাংলাদেশ পুলিশ দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ও স্থিতিশীল আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। দেশে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক আছে বলেই বিনিয়োগ বাড়ছে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে দেশ অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। সরকারের রূপকল্প-২০৪১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশকে একটি উন্নত-সমৃদ্ধ স্মার্ট দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে পুলিশ সদস্যরা আরও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করবেন বলে আমার প্রত্যাশা।

সরকার পুলিশের জনবল, লজিস্টিকস বৃদ্ধি করেছে। পুলিশের প্রশিক্ষণ আধুনিক ও যুগোপযোগী করা হয়েছে। ফলে বাংলাদেশ পুলিশের সক্ষমতা যে কোনো সময়ের তুলনায় বহুলাংশে বেড়েছে। বাংলাদেশ পুলিশকে আরও আধুনিক ও স্মার্ট করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ।

দেশ ও জনগণের কল্যাণে পুলিশ সদস্যরা আরও নিবেদিত হয়ে দায়িত্ব পালন করবেন বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

আমি পুলিশ সপ্তাহ ২০২৪ এর সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, বিপিএএ

অঙ্গসজ্জা : এক্সিলেন্ট মিডিয়া

NATIONAL HELP DESK 999
জাতীয় জরুরি সেবা
৯৯৯

সহযোগিতায় : IFIC

পুলিশ সপ্তাহ ২০২৪ উপলক্ষ্যে গঠিত নিউজপেপার সাপ্লিমেন্ট, ডিটেকটিভ ও পুনাক স্মরণিকা সম্পর্কিত প্রকাশনা কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত